বেড়ার ৫০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গণ-শোকজ

এফএলএন অর্জনে ব্যর্থতা

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি
৩০ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

উপজেলার ৫০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষককে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। শিক্ষার্থীদের মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান (এফএলএন) কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে এ গণ-শোকজ করা হয়েছে। গত রবিবার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত শোকজ নোটিশটি সামাজিক মাধ্যম ও শিক্ষাঙ্গনে জানাজানি হলে, উপজেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে গত মঙ্গলবার রাতে বেড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম নোটিশ জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার ও আবদুর রাজ্জাকের অপর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সরকারের বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার আওতায় গত ৩০ জুনের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা রিডিং, চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতের চারটি মৌলিক নিয়ম (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাবলীল ইংরেজি রিডিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে, সাম্প্রতিক মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের ফলাফল অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় শিক্ষা প্রশাসন এ পদক্ষেপ নেয়।

অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, একাধিক নির্দেশ প্রদান ও তদারকির পরও শিক্ষার্থীদের শেখার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে কেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে না, তা নোটিশপ্রাপ্তির পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোকজপ্রাপ্ত ৫০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে- রূপগঞ্জ, আকনাই, কোমরপুর, শ্যামপুর, চর নতিবপুর, পুরান মাসুমদিয়া, মাশুমদিয়া মধ্যপাড়া, মাশুমদিয়া কাজীপাড়া, নতুন মীরপুর, রতনগঞ্জ, ভবানীপুর, রূপপুর, রূপপুর মধ্যপাড়া, রূপপুর পশ্চিমপাড়া, ঢালারচর, খাস ঢালারচর, খাস আমিনপুর, গোপিন্দা, ধর্মগঞ্জ, কাজী শরিফপুর, মহিষাখোলা, দুর্গাপুর, সিন্দুরিয়া ও বেড়া সান্যালপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

এদিকে, গণ-শোকজের এ ঘটনায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। নোটিশ পাওয়া ৫০ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ভবানীপুর ও ঢালারচর ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার ও আবদুর রাজ্জাকের অপর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি।